যুগান্তর

তারিখ 23 MAY 2003
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

আমেরিকার কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলাদেশী শিক্ষার্থীরা সবসময়ই সুযোগ পাবে : মেরি অ্যান পিটার্স

বাংলাদেশে আমেরিকার রাষ্ট্রদূত মেরি অ্যান পিটার্স বলেছেন, বাংলাদেশী ছাত্রছাত্রীদের জন্য আমেরিকার বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজগুলোতে ভর্তির সুযোগ সব সময় অব্যাহত থাকবে। তিনি বলেন, একটা ধারণা জন্মেছে যে, যুক্তরাষ্ট্র দুর্গ হতে চলেছে এবং

বাংলাদেশী : পৃষ্ঠা ১৫ : কলাম ১

বাংলাদেশী : শিক্ষার্থীরা

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

শিক্ষা বিনিময় কর্মসূচি বন্ধ করে দিতে যাচ্ছে- এ ধারণা ঠিক নয়। তিনি বলেন, আগের বছরের চেয়ে ১১ সেপ্টেম্বরের পরের বছরে আরও বেশি বাংলাদেশী ছাত্রছাত্রী যুক্তরাষ্ট্রে পড়াশোনার জন্য ভিসা পেয়েছে। রাষ্ট্রদূত গতকাল ঢাকায় মার্কিন দূতাবাসে ফুলব্রাইট সম্মেলনে বক্তৃতা করছিলেন।

মেরি অ্যান পিটার্স বলেন, আমাদের দূতাবাস ভিসা দিয়ে যাচ্ছে। তিনি বলেন, এটা ব্যাখ্যা করা আমার দায়িত্ব যে, আমাদের দেশের এবং বাইরে থেকে আগত ছাত্রছাত্রীদের জন্য নিরাপত্তার পরিবেশ সৃষ্টি করা আমাদের কর্তব্য। যেমন জরুরি যুক্তরাষ্ট্রের জনগণের জন্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করা।

মার্কিন রাষ্ট্রদূত বলেন, দূতাবাস স্টুডেন্ট কাউন্সেলিং শাখা অফিসে বাংলাদেশী ছাত্রছাত্রীদের যুক্তরাষ্ট্রে পড়াশোনার ব্যাপারে প্রয়োজনীয় পরামর্শ দেয়া হচ্ছে এবং তারা বাংলাদেশী বিশ্ববিদ্যালয় ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলোতে গিয়ে যুক্তরাষ্ট্রে পড়াশোনা করার নিয়মকানুন সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট ছাত্রদের অবহিত করছে।

তিনি বলেন, ওয়াশিংটনে একটি নতুন চমকপ্রদ বিনিময় কার্যক্রম চালু করতে আমাদের দূতাবাস সাহায্য করেছে। একটি কঠোর বাছাই প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে নির্বাচিত সাতজন বাংলাদেশী আন্ডারগ্রাজুয়েট জুন মাসের শেষের দিকে ভারত ও পাকিস্তানের ১৪ জন আন্ডারগ্রাজুয়েটের সঙ্গে ওয়াশিংটনে একটি কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করবেন। যুক্তরাষ্ট্রে গণতন্ত্র ও নাগরিক সমাজের মূল্যবোধ বলতে যা বোঝায় তা তুলে ধরা হবে এ কর্মসূচিতে।

এ কর্মসূচির মেয়াদ প্রায় সাড়ে চার সপ্তাহ এবং এর সূচনা হবে মেরিল্যান্ডের ইস্টার্ন শোর থেকে। এসব ছাত্রছাত্রীকে ওয়াশিংটন, নিউইয়র্ক, ফিলাডেলফিয়া এবং বাল্টিমোর নিয়ে যাওয়া হবে। যুক্তরাষ্ট্র সরকার এ পর্যন্ত দক্ষিণ এশিয়াতে এরকম কোন কর্মসূচি গ্রহণ করেনি এবং আমরা আস্থাশীল যে ঢাকা, রাজশাহী ও চট্টগ্রাম থেকে আগত ছাত্রছাত্রীরা ভালভাবে তাদের দেশের প্রতিনিধিত্ব করবেন ও দেশকে তুলে ধরবেন এবং অত্যন্ত চমৎকার অভিজ্ঞতা নিয়ে তারা দেশে ফিরে আসবেন। আমেরিকান সেন্টার।